তথাগত

প্রেমের কবিতা

১
স্মৃতিকাতরতা বোঝো? রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ফ্রিজ খুলে চকলেট বের করে খাও? নাকি ব্যালকনি থেকে কফিকাপ হাতে দূর তারকার দিকে চাও! টিমটিম জলে। যেন দুঃখ।
যেন সুখ। যেন হরমোহন স্বদেশি বিদ্যালয়। তার দশ ক্লাসে পড়া জেলেদের ছেলেটিকে মনে পড়ে? যে জাল ফেলেছিল সে, তার রশি কেটে পালিয়ে এসেছ তুমি, জলকন্যা।

এখন আকাশ জুড়ে রঙের জালিকা কত। একটি ধীবর শুধু মিটমিট হাসে,
জাল তোলে জাল ফেলে। জলবেশ্যা তুমি, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়।

তোমার দুপুরবেলা

যতটা দিয়েছ দুঃখ, তারচেয়ে ফিরে দেব আনন্দযন্ত্রণা।
আকাশ, পাখিকে যদি তার শূন্য থেকে রেখে দেয় দূরে,
দেবতা রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দ্যান।

নিরিবিলি তেতলার ছাদে একা লাগে যদি
নিজের চোখের পরে চোখ রেখে মনে হয় হা হা চিল— জেনো এই অভিশাপ।
শূন্য ঘরে পায়চারি করো। সমস্ত দুপুর শোনো পারাবত শিৎকার করে
মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঐ উষ্ণতা, রৌদ্র, করুণ পর্দাগুলো শৃঙ্গারে ওড়াওড়ি করে

আর ঐ যে শালিকদুটো আনন্দবিহারে রত ছাদের কার্ণিশে
আহা, ঐ ভক্তিরসে ডুব দাও, কাঁদো, কেঁদে হও আকুলিবিকুলি।
তোমার দেবতা ঐ যুগলসম্মিলন। গোপীভাবে আরাধনা করো।